সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অর্জন মিলে বাংলাদেশে প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.১১ শতাংশে উন্নীত হয়, যা কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশের বৃত্তে অপরিবর্তিত ছিল। সুসংবাদ হচ্ছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলনে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশ - নিশ্চিতভাবেই নিকট অতীতে এটি একটি রেকর্ড। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সুষম এবং সর্বব্যাপী ছিল, যা অর্থনীতির প্রতিটি খাতকে স্পর্শ করেছে। এরূপ প্রশংসণীয় দক্ষতার ফলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। আমরা এখন প্রত্যাশা করি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কে দ্বি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় সহযোগিতা জোরদাকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomacy) সম্প্রসারণ করে। আর এই Economic Diplomacy–এর মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা (অনুদান, ঋণ ও খাদ্য সাহায্য) আহরণ দেশের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় আর্থিক ঘাটতি পূরণ করে, দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে থাকে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা প্রক্রিয়াকালে এ বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। এছাড়া, বৈদেশিক সহায়তার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক কারিগরি সহায়তা ও প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ছাড়করণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ করে থাকে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈশ্বিক আলোচনায় নিয়মিতভাবে এ বিভাগ অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা আহরণ করে যাচ্ছে। তাছাড়া, সংগৃহীত বৈদেশিক সহায়তাসমূহ (ঋণ, অনুদান, কারিগরি) ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এ বিভাগ তথা বাংলাদেশের সক্ষমতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বরাবরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এ অর্থবছরেও ২৫টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত মোট ১১১টি চুক্তির মাধ্যমে ১৭৮৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা আহরণ ও এর ব্যয়ন স্বাধীনতা-উত্তরকালে সর্বোচ্চ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বৈদেশিক অর্থায়নের সামগ্রিক চিত্র সকলের নিকট স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনের নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটির প্রকাশনা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি সর্বস্তরের জনগণ, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের কাছে সমাদৃত হবে। এটি প্রণয়নে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যে সব কর্মকর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করছি ভবিষ্যতেও এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অব্যাহত থাকবে।

কাজী শফিকুল আযম